দৈনিক জনকণ্ঠ

18

তারিখ 30 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

পুলিশের অভিযান ॥ কুমুদিনী মহিলা কলেজ অধ্যক্ষার বাসভবন অবৈধ দখলদারমুক্ত

ফিরোজ মান্না, *টাঙ্গাইল থেকে*

অবশেষে সরকারী কুমুদিনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষার বাসভবনটির দখলদারকে উচ্ছেদ করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। রবিবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে দেড় শতাধিক পুলিশ মোতায়েনের মাধ্যমে এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

জানা গেছে, টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) স্বাক্ষরিত উচ্ছেদের একটি চিঠি নিয়ে (যার স্মারক নং জেঃপ্রঃটাং/৯৭-১০০/কন) ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মনিরুল ইসলাম ৩ প্লাটুন পুলিশসহ রবিবার সকাল সাড়ে ন'টায় কাদের সিদ্দিকীর দখলকৃত বাড়িতে যায়। এ সময় কুমুদিনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ সালমা বানু ও আরও কয়েকজন শিক্ষক ম্যাজিস্ট্রেটের খবর পেয়ে ঐ বাড়িতে আসেন। কিন্তু বাড়িটিতে তালা দেয়া থাকায় ঘরের ভিতর প্রথমে ঢুকতে পারেননি। পরে হাতুড়ি, শাবল ও দা দিয়ে দু'টি তালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে ঢুকে প্রথমে মালপত্রের লিস্ট তৈরি করেন। তারপর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘর থেকে মালপত্র বের করা শুরু হয়। কয়েকজন লেবার রাস্তায় মালপত্র ফেলতে থাকে। বহু দামী আসবাবপত্র, মুক্তিযুদ্ধের ১৫ খণ্ড দলিল, কাদের সিদ্দিকীর লেখা স্বাধীনতা '৭১ বইসহ প্রচুর মালামাল বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। এ সময় কলেজের প্রচুর ছাত্রী ও অসংখ্য লোকজন এসব দৃশ্য অবলোকন করেন। বাড়ির দখল উচ্ছেদের খবর পেয়ে কাদের সিদ্দিকীর ছোট বোন সুসুমা সিদ্দিকী পিতার বাড়ি থেকে ঐ বাড়িতে যান। তিনি যখন ঐ বাড়িতে যান তখন মালপত্র প্রায় অর্ধেকের বেশি বের করা হয়েছে। সুসুমা সিদ্দিকী বাড়িতে ঢোকার সময় পুলিশের সাথে তর্ক হয়।

টাঙ্গাইল সদর, মির্জাপুর ও গোপালপুর থানার ওসি'র নেতৃত্বে পোশাকধারী তিন প্লাটুন পুলিশ গোটা বাড়ি ঘিরে রাখে। এছাড়া সাদা পোশাকের পুলিশসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সরকারী কুমুদিনী কলেজের অধ্যক্ষার বাসভবন খালি করা হচ্ছে খবর পেয়ে টাঙ্গাইলের সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে যান। সাংবাদিকরা ছবি তুলতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং অসৌজন্য আচরণ করে। এর আগে সিদ্দিকী সমর্থক বিপ্লব নামের একজন ছবি তুলতে গেলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

এদিকে কলেজের স্বপ্না নামের একজন ছাত্রীসহ সিদ্দিকী পরিবারের কয়েকজন সদস্য অভিযোগ করেছেন ঘর থেকে মালামাল বের করার সময় বঙ্গবন্ধুর ছবিটিও ফেলে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য ঘটনাস্থলে বঙ্গবন্ধুর কোন ছবি পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। জনকণ্ঠের সাথে কথা হয় কাদের সিদ্দিকীর ছোট বোন সুসুমা সিদ্দিকীর। তিনি বলেন, অবৈধভাবে আমাদের বাড়িটি দখল নেয়া হচ্ছে। বাড়ির মালিক হচ্ছেন আমার মা লতিফা সিদ্দিকী, বড় বোন রহিমা সিদ্দিকী, ছোট ভাই আজাদ সিদ্দিকী এবং আমি। এই বাড়িটি ২৮/৭/৭২ সালে জনৈক কালিদাশ রায়ের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। এ বাড়িটি কাদের সিদ্দিকীর অবৈধভাবে দখল করার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এখনই অবৈধভাবে আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বাড়িটি খালি করে দেয়ার কোন নোটিস বা কাগজ তাঁরা পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, আমরা কোন কাগজ পাইনি।

অন্যদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেশ কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে একটি চিঠি (যাতে প্রধানমন্ত্রী নিজে আদেশ দিয়েছেন বাড়িটি ছেড়ে দেয়ার) পাঠানো হয়েছিল। এর পরও যখন বাড়িটি ছেড়ে দেয়া না হয়, তখন ঐ বাড়িটি খালি করার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে আরও একটি চিঠি জেলা প্রশাসন গত ২০ জুন সংশ্লিষ্ট দখলদারকে পাঠানো হয় যে, ৭ দিনের মধ্যে বাড়িটি খালি করে দেয়া হোক। সর্বশেষ সময় চলে যাওয়ার পর রবিবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ বাড়িটি খালি করতে বাধ্য হয়।